যুবলীগ নেতার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ



ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার ধামরাইয়ে জুলাই আন্দোলনের সময় গুলিবর্ষণ ও হামলার অভিযোগে করা একটি মামলায় ৬৫ বছর বয়সী মো. মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি সানোড়া ইউনিয়নের কালামপুর গ্রামের বাসিন্দা।

আদালতে দেওয়া পুলিশের প্রতিবেদনে মতিউরকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য ও বলিষ্ঠ কর্মী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পরিবারের দাবি, তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। ছেলে নিষিদ্ধ যুবলীগের নেতা হওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে পুলিশ জানায়, মামলার তদন্তে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে মতিউরের আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার তথ্য পাওয়া গেছে। জুলাই আন্দোলনের সময় সংঘটিত ওই মামলার ঘটনায় তার সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তদন্ত কর্মকর্তা ধামরাই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. এনামুল হক।

মতিউরের স্ত্রী দেলেরা বেগমের ভাষ্য, শনিবার ভোর ৪টার দিকে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে ওঠেন তার স্বামী। এ সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাইরে পুলিশ দেখতে পান তিনি। পরে গেট খুলে দিলে পুলিশ মতিউরকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

দেলেরা বেগম বলেন, তার স্বামী বয়স্ক ও অসুস্থ। ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডেঙ্গু ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। এখনো ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেন না। তাদের ছেলে জাকারিয়া দিপু যুবলীগের নেতা হলেও ২০২৪ সালের ৪ আগস্টের পর থেকে বাড়িতে ফেরেননি।

এ বিষয়ে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, মতিউরের ছেলে যুবলীগের পদে রয়েছেন এবং পরিবারের সদস্যরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মতিউরকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে ওসি বলেন, তাকে ধরতে পুলিশ যায়নি, তিনি ব্লকরেইডের মধ্যে পড়ে গেছেন। বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তাকে পুরোনো একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।